দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 19 FEB 1992
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ১

75

শিক্ষা অফিসের দ্বৈতনীতির ফলে

কুড়িগ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৪০ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর লেখাপড়া বন্ধ

কুড়িগ্রাম : সদর উপজেলা শিক্ষা অফিসের দুই প্রকার নিয়মের কারণে ৪০ হাজার ছাত্রছাত্রীর লেখাপড়া বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী অনুযায়ী চলতি শিক্ষাবর্ষে কুড়িগ্রাম জেলায় ২লক্ষ ২৮ হাজার সেট প্রাথমিক পুস্তক বিনামূল্যে বিতরণের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়।

৫শত ৬০টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ১৫৮টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে এই পুস্তক বিতরণ করা হইতেছে। তন্মধ্যে বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির প্রাথমিক শাখাও অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে।

অন্যান্য বছর সকল বিদ্যালয়ে প্রাথমিক ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিনামূল্যে পুস্তক বিতরণ করা হইলেও চলতি বছর কুড়িগ্রাম সদর উপজেলার মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির প্রাথমিক ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিনামূল্যে পুস্তক দেওয়া

(৪র্থ পৃঃ দ্রঃ)

কুড়িগ্রামে ৪০ হাজার ছাত্রছাত্রীর

(৩য় পৃঃ পর)

হইবে না বলিয়া জানা গিয়াছে। উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা বলিয়াছেন, মাধ্যমিক স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট হইতে বেতন আদায় করা হয় বিধায় বিনামূল্যে পুস্তক দেওয়া হইবে না। তাহাদের পুস্তক ক্রয় করিতে হইবে। অথচ শিক্ষা কর্মকর্তার নিকট হইতে ক্রয় করিবার মত কোন পুস্তক নাই। বাজারেও এই সকল বই পাওয়া যায় না। ফলে সদর উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রায় ৪০ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর লেখাপড়া বন্ধ রহিয়াছে।

উল্লেখ্য, স্থানীয় শিশু নিকেতন নামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিশেষ ব্যবস্থাধীনে উক্ত শিক্ষা অফিস কর্মকর্তা পুস্তক সরবরাহ করিয়াছেন বলিয়া লিখিত অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে। এই স্কুলে অন্যান্য স্কুলের চাইতে ৫/৬ গুণ বেশী বেতন আদায় করা হয়।